বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

সার্কুলার নং- ০১/২০২২

জে,

তারিখ : ২৯ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ১৪ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ Monitoring Committee for Subordinate Courts এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচারাধীন মামলার আধিক্য হ্রাস ও মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা পরিহারের লক্ষ্যে অধস্তন আদালতসমূহের জন্য কতিপয় নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের সকল অধস্তন আদালত এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। উক্ত সাংবিধানিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় The Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) Rules, 1973 এর Chapter-IA, Rule-7C অনুযায়ী অত্র কোর্টের গত ২৭.০১.২০২২ তারিখের ০৫/২০২২ নং বিজ্ঞপ্তিমূলে দেশের ৮টি বিভাগের প্রত্যেক বিভাগের জন্য হাইকোর্ট বিভাগের একজন মাননীয় বিচারপতি মহোদয়কে মনোনয়ন প্রদান করতঃ পৃথক ৮(আট) টি Monitoring Committee for Subordinate Courts গঠন করেছেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বর্ণিত ৮ টি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মহোদয়গণের সাথে বিগত ০১ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অধস্তন আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলার আধিক্য হ্রাস ও মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার তথা দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ প্রদান করা হয়:

(১) সকল অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালে কর্মরত বিচারকগণকে নির্দিষ্ট সময়ে এজলাসে উঠা, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এজলাস ত্যাগ না করা এবং এজলাস সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে;

(২) পারিবারিক মোকদ্দমাসমূহ দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তির স্বার্থে জেলার সকল সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন পারিবারিক মোকদ্দমার সংখ্যা ৩০০ বা তদুর্ধ হলে এবং উক্ত জেলায় অতিরিক্ত সহকারী জজ কর্মরত থাকলে উক্ত অতিরিক্ত সহকারী জজ আদালতে সকল আদালতের বিচারাধীন পারিবারিক মোকদ্দমা বদলী করতঃ উক্ত অতিরিক্ত সহকারী জজ আদালতকে কেবলমাত্র পারিবারিক আদালত রূপে কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জজ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন জেলায় সহকারী জজ অতিরিক্ত আদালত না থাকলে ঐ জেলার সহকারী জজ আদালতসমূহের মধ্যে যে আদালতে মোকদ্দমার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম অনুরূপ আদালতে অন্যান্য আদালতের পারিবারিক মোকদ্দমাসমূহ স্থানান্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জজ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া, জেলায় কর্মরত লিগ্যাল এইড অফিসার উক্ত পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রেরিত বিচারাধীন মোকদ্দমাসমূহ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন;

(৩) সারাদেশে বিভিন্ন দেওয়ানী আদালতে ডিক্রিজারি মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, দেওয়ানী আদালতসমূহের বিচারকগণ যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যতদ্রুত সম্ভব ডিক্রিজারি মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি করবেন;

(৪) সারাদেশে বিভিন্ন দেওয়ানী আদালতে একতরফা মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন রয়েছে, উক্ত মোকদ্দমাসমূহে যথাযথভাবে সমন জারিসহ অন্যান্য আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

(৫) ১০ বছরের অধিক পুরাতন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা/মামলাসমূহ, আপীল ও রিভিশনসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করবেন;

(৬) দায়রা জজ/ মহানগর দায়রা জজ এর বিচারিক আদালতের মামলাসমূহ দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তির স্বার্থে কোন দায়রা জজ/ মহানগর দায়রা জজ আদালতে দৈনিক ৪০ এর অধিক সংখ্যক জামিন সংক্রান্ত ফৌজদারী বিবিধ মামলা দায়ের করা হলে উক্ত ৪০ এর অধিক সংখ্যক ফৌজদারী বিবিধ মামলাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত দায়রা আদালত/ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা আদালতে বদলি করবেন;

(৭) দেশের সকল জেলা জজ/ দায়রা জজ বিদ্যমান আইন ও বিধি বিধান সাপেক্ষে তাঁর প্রশাসনিক এখতিয়ারাধীন সকল আদালত/ ট্রাইব্যুনালে মামলা, আপীল বা অন্য যে কোন আইনগত কার্যধারা বদলি (transfer) করে সকল আদালত/ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা যুক্তিসম্মত (rationalise) করবেন।

০২। এমতাবস্থায়, বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।